পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ বিষয়ক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ ডিসেম্বর ২০১৫)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যথাসময়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ। তফসিলের ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ড় প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্বাচনী প্রচারণার কাজ পুরোদমে শুর" হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যেই সাতজন মেয়র প্রার্থী এবং সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের ১৩৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (ফেনীতে ৪৮টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে ৪৪টিতেই একক প্রার্থী) নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে (*ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর এবং *যুগান্ড়র*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫)। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন দলভিত্তিক এবং দলীয় প্রতীকে (শুধুমাত্র মেয়র পদে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাই দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে এই নির্বাচনকে ঘিরে। তবে নির্বাচনটি কেমন হবে, তা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে। ইতোমধ্যেই ঘটে যাওয়া কিছু কিছু ঘটনা এই সন্দেহ ও সংশয়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রথমত, পর্যাপ্ত জনবল থাকা সত্ত্বেও কেন নির্বাচন কমিশন থেকে ২৩৪টি পৌরসভার মধ্যে ১৭৫টিতে জনপ্রশাসন থেকে (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার) রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হলো, তা বোধগম্য নয় (*প্রথম আলো*, ২৬ নভেম্বর ২০১৫)। এই রিটার্নিং অফিসাররা কি নির্বাচন কমিশনের সকল ধরনের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন? সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেনের মতে, 'জনপ্রশাসন থেকে নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসাররা নির্বাচন কমিশনের কথা শুনতে চায় না। তারা মন্ত্রী-এমপিদের কথাই বেশি শোনেন।' নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগদান প্রক্রিয়া শুর" করা হলেও, কমিশন সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে বলে মনে হয়। তবে এও ঠিক যে, এই প্রথমবারের মত পৌরসভা নির্বাচনে ৫৯ জন রিটার্নিং অফিসাকে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন থেকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগদানের সিদ্ধান্ড়কে অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন।

দ্বিতীয়ত, ফেনী জেলার ফেনী, পরশুরাম ও দাগনভূঁঞা পৌরসভার সাধারণ ও সংরক্ষিত আসন মিলে মোট ৪৮টি ওয়ার্ডের ৩৩টিতেই মাত্র একজন করে কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন (*প্রথম আলো*, ৪ ডিসেম্বর ২০১৫)। বিএনপির অভিযোগ, সম্ভাব্য প্রার্থীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। অনেকেই তাদের মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নেয়ারও অভিযোগ করেছেন। তবে মৌখিকভাবে অভিযোগ করলেও, কেউই লিখিতভাবে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাননি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে এসব বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

তৃতীয়ত, একটি পৌরসভায় একটি দলের পক্ষ থেকে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সবকটি মনোনয়নপত্র বাতিলের বিধান থাকলেও মাগুরা সদর, খুলনা জেলার পাইকগাছা এবং বরগুনা জেলার বেতাগী পৌরসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও সব মনোনয়নপত্র বাতিল না করে, একজন করে প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচনী আইনের পরিপন্থী।

চতুর্থত, সমর্থকের স্বাক্ষরে মিল না থাকা বা সমর্থক হিসেবে যার নাম তালিকায় আছে এমন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনেক বিদ্রোহী প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে (*প্রথম আলো*, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫)। সংশি- ষ্ট প্রার্থীদের অভিযোগ, সমর্থকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এমনটি করা হয়েছে।

পঞ্চমত, ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যকে আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে দেখা গিয়েছে (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ ডিসেম্বর ২০১৫)। আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই সংশি- ষ্ট সংসদ সদস্যদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের কয়েকজন ভুল স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আচরণবিধি ভঙ্গ করবেন না মর্মে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। আমরা প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর অবস্থানে দেখতে চেয়েছিলাম। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের জেল, জরিমানা বা উভয় দ" দি"ত করার ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতাও রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু কঠোর অবস্থানে যাওয়া তো দূরের কথা, ১১ ডিসেম্বর প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দেখে আমরা আশ্চার্যান্বিত হয়েছি এই জেনে যে, 'কমিশন সিদ্ধান্ড় নিয়েছে, এখন থেকে তারা আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রী-সাংসদদের বির"দ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না। এদের বির"দ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব তারা রির্টানিং কর্মকর্তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমানের বির"দ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠার পর কমিশন এই অবস্থান নিয়েছে' (জনাব হাসানুল হক ইনুর পক্ষ থেকে অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে)। এই সিদ্ধান্ড়ের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন আসলে কী অর্জন করতে চায়, তা আমাদের বোধগম্য নয়। শোনা যাচ্ছে যে, নির্বাচন

কমিশন থেকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, নির্বাচনী অনিয়ম বা আচরণবিধি ভঙ্গের কোনো ঘটনা গোচরে আসলেও, লিখিত অভিযোগ না পেলে কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেবে না। এমন সিদ্ধান্ত মোটেও কাম্য নয়। এদিকে মহান বিজয় দিবসেও কয়েকটি এলাকায় কয়েকজন মন্ত্রী-এমপি'র বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে (*প্রথম আলো*, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)। এছাড়াও সরকারদলীয় মেয়র প্রার্থী ও তার কর্মীরা বিএনপির কর্মীদের প্রচারণার ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করছে এবং ভয়ভীতি দেখাচ্ছে–এমন অভিযোগও উঠেছে (মানবজমিন, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)।

অবশ্য প্রথম থেকেই একটি পদক্ষেপের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। পদক্ষেপটি হচ্ছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত (প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, চিফ হুইপ, হুইপ, সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা এবং সংসদ সদস্য ইত্যাদি) ব্যক্তিদের নির্বাচনী প্রচারণার অধিকার দিয়ে কমিশন থেকে নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল; আইন মন্ত্রণালয় তা নাকচ করেছে। এই ধরনের প্রস্তাব প্রেরণের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বিরুদ্ধ মত থাকলেও তাকে আমলে নেয়া হয়নি। মন্ত্রী-সাংসদদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করায় এই সন্দেহ আরও জোরালো হয়।

ষষ্ঠত, কোনো কোনো পৌরসভা থেকে জোর খাটিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানোর অভিযোগ উঠলেও (যেমন, শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ পৌরসভার আওয়ামী লীগের একজন বিদ্রোহী প্রার্থী (*যুগান্তর*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫) এবং নোয়াখালীর চাটখিল পৌরসভার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জোর খাটিয়ে প্রত্যাহার করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (*মানবজমিন*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫) বিষয়টি নির্বাচন কমিশন থেকে তা তদন্ত করা করে দেখা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। আমরা মনে করি, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো কোনো প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করতে পারে, কিন্তু জোর করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার (সেটা নিজ দল বা অন্য যে কোন দলের হোক) করানোর অর্থই হচ্ছে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। দলগুলোরও মনে রাখা উচিত ছিল যে, বিদ্রোহী প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন।

এতকিছুর পরেও আমরা মনে করি, এই নির্বাচন কেমন হবে তা নির্ভর করে কিছু 'যদি'র উপর। যদি নির্বাচনের সাথে সংশি- ষ্ট সকলেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন এবং যথাযথ আচরণ করেন তবেই এই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ হতে পারে। আজকের সংবাদ সম্মেলন থেকে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে নির্বাচনের সঙ্গে সংশি- ষ্ট সকলের প্রতি আমাদের কিছু আহ্বান রয়েছে।

অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ নির্বাচনের প্রত্যাশায় আমাদের আহ্বানঃ

সরকারের প্রতিঃ

- সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিঃ

- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- প্রার্থীসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশি- ষ্ট সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কঠোর ভূমিকা পালন করুন।
- সকল দল ও প্রার্থীর জন্য 'লেভেল পে- য়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করুন।
- কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- সকল প্রার্থীর দাখিলকৃত হলফনামা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুন। প্রার্থীদের তথ্যসমূহ ভোটারদের মধ্যে প্রচার করুন।
- অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভোটদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

রাজনৈতিক দলের প্রতিঃ

- একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করুন।
- আচরণবিধিসহ নির্বাচনী আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলুন।
- নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করুন। 'যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়া' দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন না।

- অন্য দল ও প্রার্থীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করুন।

মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি:

- নির্বাচনী আচরণবিধির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকুন।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করবেন না।

নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি:

- নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।
- সকল প্রার্থীর সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করুন।
- কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি:

- পক্ষপাতহীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন এবং কমিশনের নির্দেশ মেনে চলুন।
- সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।

গণমাধ্যমের প্রতি:

- প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করুন এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।
- সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের কথা বেশি বেশি করে প্রচার ও প্রকাশ করুন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রতি:

- নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই (এখন থেকেই) পর্যবেক্ষণ শুরু করুন।
- এখন থেকেই ধারাবাহিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সঠিক চিত্র নিরপেক্ষভাবে পেশাদারিত্বের সাথে তুলে ধরুন।
- নির্বাচনের দিনের প্রকৃত চিত্র গুরুত্ব সহকারে নিরপেক্ষতার সাথে প্রকাশ করুন।

প্রার্থী ও সমর্থকদের প্রতি:

- নির্বাচনকে প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন।
- নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন।
- অন্য প্রার্থী সম্পর্কে কটুক্তি করা থেকে বিরত থাকুন।
- অন্য প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কেনা থেকে বিরত থাকুন।
- ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- নির্বাচনে জয়ী হলে সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করা এবং পরাজিত হলে এলাকার উন্নয়নে জয়ীদের সহযোগিতার মানসিকতা পোষণ করুন।

সচেতন নাগরিকদের প্রতি:

- সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হোন। তাঁদের সপক্ষে আওয়াজ তুলুন।
- সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের ভোটদানে সাধারণ ভোটারদের উৎসাহিত করুন।

ভোটারদের প্রতি:

- ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
- দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালো টাকার মালিক অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

শুধুমাত্র উপরোক্ত আহ্বানই নয়, সচেতন নাগরিকদের একটি সংগঠন হিসেবে এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের স্বপক্ষে আওয়াজ তুলতে চাই। তবে এই আওয়াজ কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নয়। ভালো প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ, তুলনামূলক চিত্র তৈরি, ভোটারদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে দেয়া, প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে'র আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করবো।

উপরোলে-খিত আহ্বান ও কর্মসূচি সংক্রান্ড় তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যের বিশে-ষণ তুলে ধরতে চাই। কী ধরনের প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন আমরা গণমাধ্যমের সহায়তায় তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই। তথ্য বিশে-ষণ করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সমস্যাগুলো হচ্ছে– ওয়েব সাইটে অনেক দেরিতে তথ্য দেয়া, সকল পৌরসভার তথ্য না থাকা, কোনো পৌরসভার তথ্য দেয়া থাকলেও সকল প্রার্থীর তথ্য না থাকা, দলভিত্তিক পরিচয় সম্বলিত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না করা এবং এক প্রার্থীর জায়গায় অন্য প্রার্থীর তথ্য থাকা ইত্যাদি। ৩ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ, অথচ গতকাল ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ড় ওয়েবসাইটে তথ্য সন্নিবেশন কাজ চলমান ছিল। এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে, অনেক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

২৩৪টির মধ্যে পৌরসভার মধ্যে আমরা ২৩২টির (বাগেরহাটের মংলা ও চাঁদপুরের মতলব ব্যতীত) সর্বমোট ৯০৪ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশে-ষণ আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরছি; যার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ২০৬ জন। দলভিত্তিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না করায় আমরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের তথ্য পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরতে পারলাম না। তাই অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের (৪৭৭ জন) তথ্যের বিশে-ষণ আমরা একই কলামে উলে-খ করলাম।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

রাজনৈতিক দল	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উলে-খ নেই	মোট	মন্ড়ব্য
আওয়ামী লীগ	৪০ (১৮.১%)	৩০ (১৩.৫৭%)	৫৭ (২৫.৭৯%)	৬১ (২৭.৬%)	২৯ (১৩.১২%)	৪ (১.৮১%)	২২১	
বিএনপি	৪০ (১৯.৪২%)	২৫ (১২.১৪%)	৫৩ (২৫.৭৩%)	৫৬ (২৭.১৮%)	২৭ (১৩.১১%)	৫ (২.৪৩%)	২০৬	
অন্যান্য	১৪৪ (৩০.১৯%)	৬৮ (১৪.২৬%)	৮৮ (১৮.৪৫%)	৯৮ (২০.৫৫%)	৭০ (১৪.৬৮%)	৯ (১.৮৯%)	৪৭৭	
সর্বমোট	২২৪ (২৪.৭৭%)	১২৩ (১৩.৬০%)	১৯৮ (২১.৯০%)	২১৫ (২৩.৭৮%)	১২৬ (১৩.৯৩%)	১৮ (১.৯৯%)	৯০৪	

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩৪১ জনের (৩৭.৭২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ৯০ (৪০.৭২%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৩ জন (৪০.২৯%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬৮ (৩৫.২২%)।
- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২২৪ জন (২৪.৭৭%) বিদ্যায়ের গি পের"তে পারেননি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ৪০ (১৮.১%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪০ (১৯.৪২%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪৪ (৩০.১৯%)।
- বিশে-ষণে দেখা যায় যে, উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অবস্থা প্রায় একই রকম হলেও, নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীর শতকরা হার আওয়ামী লীগের চেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে সামান্য বেশি। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যেই উচ্চ শিক্ষিতের হার আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র চেয়ে কম এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার অনেক বেশি ।

২. পেশা সংক্রান্ড় তথ্যঃ

রাজনৈতিক দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উলে- খ নেই	মোট	মন্ড়ব্য
আওয়ামী লীগ	২০ (৯.০৫%)	১৬৫ (৭৪.৬৬%)	৮ (৩.৬২%)	৬ (২.৭১%)	৩ (১.৩৬%)	১০ (৪.৫২%)	৯ (৪.০৭%)	২২১	
বিএনপি	১৯ (৯.২২%)	১৬২ (৭৮.৬৪%)	১১ (৫.৩৪%)	৫ (২.৪৩%)	১ (০.৪৯%)	৫ (২.৪৩%)	৩ (১.৪৬%)	২০৬	
অন্যান্য	৫০ (১০.৪৮%)	৩২৫ (৬৮.১৩%)	৪৫ (৯.৪৩%)	১৭ (৩.৫৬%)	৭ (১.৪৭%)	১৪ (২.৯৪%)	১৯ (৩.৯৮%)	৪৭৭	
সর্বমোট	৮৯ (৯.৮৪%)	৬৫২ (৭২.১২%)	৬৪ (৭.৫২%)	২৮ (৩.০৯%)	১১ (১.২১%)	২৯ (৩.২০%)	৩১ (৩.৪২%)	৯০৪	

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৬৫২ জন (৭২.১২%) ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ১৬৫ (৭৪.৬৬%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬২ জন (৭৮.৬৪%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১৫ (৬৮.১৩%)।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত এই নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশে- ষণে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার প্রায় ৪% বেশি। অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার এই দুটি রাজনৈতিক দলের চেয়ে কম।

৩. মামলা সংক্রান্ড় তথ্যঃ

রাজনৈতিক দল	মামলা (জন)			৩০২ ধারায় বর্তমান মামলা (জন)			মোট প্রার্থী	মন্ড়ব্য
	বর্তমানে	অতীতে	উভয় সময়ে	বর্তমানে	অতীতে	উভয় সময়ে		
আওয়ামী লীগ	৩৩ জন (১৪.৯৩%) মামলা-৭৪টি	১০২ জন (৪৬.১৫%) মামলা-৩০৩টি	২০ জন (৯.০৪%)	৭ জন (৩.১৬%) মামলা-৮টি	২২ জন (৯.৯৫%) মামলা-৩২টি	০ জন (০%)	২২১	
বিএনপি	৯৬ জন (৪৬.৬০%) মামলা-৩১২টি	১০৯ জন (৫২.৯১%) মামলা-৩১০টি	৬১ জন (২৯.৬১%)	১৫ জন (৭.২৮%) মামলা-২১টি	১৯ জন (৯.২২%) মামলা-২১টি	২ জন (০.৯৭%)	২০৬	
অন্যান্য	৯০ জন (১৮.৮৬%) মামলা-২৯১টি	১১০ জন (২৩.০৬%) মামলা-৩৩৭টি	৪০ জন (৮.৩৮%)	১৪ জন (২.৯৩%) মামলা-১৮টি	২০ জন (৪.১৯%) মামলা-২৪টি	৩ জন (০.৬২%	৪৭৭	
সর্বমোট	২১৯ জন (২৪.২২%) মামলা-৬৭৭টি	৩২১ জন (৩৫.৫০%) মামলা-৯৫০টি	১২১ জন (১৩.৩৮%)	৩৬ জন (৩.৯৮%) মামলা-৪৭টি	৬১ জন (৬.৭৪%) মামলা-৭৭টি	৫ জন (০.৫৫%)	৯০৪	

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২১৯ জনের বির"দ্ধে (২৪.২২%) বর্তমানে, ৩২১ জনের বির"দ্ধে (৩৫.৫০%) অতীতে এবং ১২১ জনের (১৩.৩৮%) বির"দ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩ জন (১৪.৯৩%), ১০২ জন (৪৬.১৫%) ও ২০ জন (৯.০৪%); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে যথাক্রমে ৯৬ জন (৪৬.৬০%), ১০৯ জন (৫২.৯১%) ও ৬১ জন (২৯.৬১%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৯০ জন (১৮.৮৬%), ১১০ জন (২৩.০৬%) ও ৪০ জন (৮.৩৮%)।
- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩৬ জনের বির"দ্ধে (৩.৯৮%) বর্তমানে, ৬১ জনের বির"দ্ধে (৬.৭৪%) অতীতে এবং ৫ জনের (০.৫৫%) বির"দ্ধে উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা (হত্যা মামলা) ছিল বা আছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭ জন (৩.১৬%) ও ২২ জন (৯.৯৫%), ০ জন (০%); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে

যথাক্রমে ১৫ জন (৭.২৮%), ১৯ জন (৯.২২%) ও ২ জন (০.৯৭%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৪ জন (২.৯৩%), ২০ জন (৪.১৯%) ও ৩ জন (০.৬২%)।

- বিশে-ষণ থেকে দেখা যায় যে, অতীত, বর্তমান, উভয় সময়, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের তুলনায় বিএনপি প্রার্থীদের মামলা বেশি। হত্যা মামলার (৩০২ ধারা) ক্ষেত্রেও চিত্রটি প্রায় একই রকম। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে দুই দলের প্রার্থীদের মধ্যে বেশ ফারাক পরিলক্ষিত হলেও অতীত মামলার ক্ষেত্রে তা অনেকটাই কাছাকাছি।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ড় তথ্যঃ

রাজনৈতিক দল	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উলে- খ নেই	মোট প্রার্থী	মন্ড়ব্য
আওয়ামী লীগ	২৫ (১১.৩১%)	১০০ (৪৫.২৫%)	৬২ (২৮.০৫%)	১০ (৪.৫২%)	৫ (২.২৬%)	৫ (২.২৬%)	১৪ (৬.৩৩%)	২২১	
বিএনপি	২৬ (১২.৬২%)	১২৩ (৫৯.৭১%)	৩৯ (১৮.৯৩%)	৫ (২.৪৩%)	৩ (১.৪৬%)	২ (০.৯৭%)	৮ (৩.৮৮%)	২০৬	
অন্যান্য	১২৩ (২৫.৭৯%)	২৩৭ (৪৯.৬৯%)	৬২ (১৩%)	১১ (২.৩১%)	৪ (০.৮৪%)	১ (০.২১%)	৩৯ (৮.১৮%)	৪৭৭	
সর্বমোট	১৭৪ (১৯.২৪%)	৪৬০ (৫০.৮৮%)	১৬৩ (১৮.০৩%)	২৬ (২.৮৭%)	১২ (১.৩২%)	৮ (০.৮৮%)	৬১ (৬.৭৪%)	৯০৪	

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৬৩৪ জন বা ৭০.১৩%) বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয় করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ১২৫ (৫৬.৫৬%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪৪ জন (৬৯.৯০%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৩৪ জন (৭০.১৩%)।
- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৮ জন (০.৮৮%) বছরে কোটি টাকার বেশি আয় করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ৫ (২.২৬%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ (০.৯৭%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জন (০.২১%)।
- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বছরে ২ লক্ষ টাকার নিচে আয়কারী প্রার্থীর সংখ্যা ১৭৪ জন (১৯.২৪%), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ২৫ (১১.৩১%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জন (১২.৬২%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৪ জন (১৯.২৪%)।
- অধিক আয়কারী প্রার্থীদের সংখ্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে বেশি হলেও স্বল্প আয়কারী প্রার্থী বিএনপিতে সামান্য বেশি। স্বল্প আয়কারী প্রার্থীর সংখ্যা অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে আরও বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলে- খ নেই	মোট	মন্ড়ব্য
আওয়ামী লীগ	৭৯ (৩৬.৫৭%)	৭৭ (৩৫.৬৫%)	২২ (১০.১৯%)	১৮ (৮.৩৩%)	১৪ (৬.৪৮%)	৬ (২.৭৮%)	৫ (২.২৬%)	২২১	
বিএনপি	৯৯ (৪৮.৭৭%)	৫৯ (২৯.০৬%)	১৮ (৮.৮৭%)	১৪ (৬.৯%)	১১ (৫.৪২%)	২ (০.৯৯%)	৩ (১.৪৬%)	২০৬	
অন্যান্য	৩১২ (৬৭.৫৩%)	১০৭ (২৩.১৬%)	১৫ (৩.২৫%)	১৪ (৩.০৩%)	১৩ (২.৮১%)	১ (০.২২%)	১৫ (৩.১৪%)	৪৭৭	
সর্বমোট	৪৯০	২৪৩	৫৫	৪৬	৩৮	৯	২৩	৯০৪	

	(৫৪.২০%)	(২৬.৮৮%)	(৬.০৮%)	(৫.০৮%)	(৪.২০%)	(০.৯৯%)	(২.৫৪%)		

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের (৪৯০ জন বা ৫৪.২০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ৭৯ (৩৬.৫৭%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৯ জন (৪৮.৭৭%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১২ জন (৬৭.৫৩%)।
- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৪৭ জন (৫.১৯%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ২০ (৯.০৪%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন (৬.৩১%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন (২.৯৩%)।
- বিশে-ষণে দেখা যায় যে, কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগে বেশি হলেও, কম সম্পদের মালিক আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপিতে বেশি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ড় তথ্য

রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
আওয়ামী লীগ	৬ (১২.৫%)	২৫ (৫২.০৮%)	৪ (৮.৩৩%)	৮ (১৬.৬৭%)	২ (৪.১৭%)	৩ (৬.২৫%)	২২১	৪৮ (২২.৭৪%)
বিএনপি	১৩ (৩০.৯৫%)	৭ (১৬.৬৭%)	৯ (২১.৪৩%)	৬ (১৪.২৯%)	৩ (৭.১৪%)	৪ (৯.৫২%)	২০৬	৪২ (২০.৩৮%)
অন্যান্য	১৮ (৩২.১৪%)	২৫ (৪৪.৬৪%)	৪ (৭.১৪%)	৩ (৫.৩৬%)	৪ (৭.১৪%)	২ (৩.৫৭%)	৪৭৭	৫৬ (১১.৭৪%)
সর্বমোট	৩৭ (২৫৩৪%)	৫৭ (৩৯.০৪%)	১৭ (১১.৬৪%)	১৭ (১১.৬৪%)	৯ (৬.১৬%)	৯ (৬.১৬%)	৯০৪	১৪৬ (১৬.১৫%)

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার মাত্র ১৬.১৫% (১৪৬ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ২২.৭৪% (৪৮ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০.৩৮% (৪২ জন) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১.৭৪% (৫৫৬ জন)।
- ১৪৬ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন ১৮ জন (১২.৩২%)। এই ১৮ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৫ জন (২৭.৭৭%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৭ জন (৩৮.৮৮%) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৬ জন (৩৩.৩৩%)।
- ঋণ গ্রহীতার হার বিএনপি'র চেয়ে আওয়ামী লীগে বেশি হলেও, কোটি টাকার উপর ঋণ গ্রহীতা আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপিতে বেশি।

৭. কর সংক্রান্ড় তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

রাজনৈতিক দল	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
আওয়ামী লীগ	১২২ (৫৫.২০%)	৬ (২.৭১%)	১৭ (৭.৬৯%)	৫ (২.২৬%)	২২ (৯.৯৫%)	৫ (২.২৬%)	৪ (১.৮০%)	২২১	১৮১ (৮১.৯০%)
বিএনপি	১২৪ (৬০.১৯%)	৭ (৩.৩৯%)	২২ (১০.৬৭%)	১ (০.৪৮%)	১২ (৫.৮২%)	২ (০.৯৭%)	১ (০.৪৮%)	২০৬	১৬৯ (৮২.০৩%)
অন্যান্য	৩২৬ (৬৮.৩৪%)	৬ (১.২৫%)	২০ (৪.১৯%)	৩ (০.৬২%)	১৫ (৩.১৪%)	৬ (১.২৫%)	৩ (০.৬২%)	৪৭৭	৩৭৯ (৭৯.৪৫%)

সর্বমোট	৫৭২ (৬৩.২৭%)	১৯ (২.১০%)	৫৯ (৬.৫২%)	৯ (০.৯৯%)	৪৯ (৫.৪২%)	১৩ (১.৪৩%)	৮ (০.৮৮%)	৯০৪	৭২৯ (৮০.৬৪%)

- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কর প্রদানকারীর সংখ্যা ৭২৯ জন (৮০.৬৪%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৮১.৯০% (১৮১ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮২.০৩% (১৬৯ জন) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৯.৪৫% (৭২৯ জন)।
- ৯০৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৫৭২ জন বা ৬৩.২৭%) ৫ হাজার টাকার কম কর প্রদান করেন। এক লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেন ৭০ জন (৭.৭৪%)। ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেন মাত্র ৮ জন (০.৮৮%)।
- বিশে- ষণে দেখা যায়, প্রার্থীদের অধিকাংশই করদাতা। সকল দলের মধ্যেই কর দাতার হার কাছাকাছি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ !
আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। আমাদের বিশ্বাস, আমরা সকলেই যদি আমাদের (সুজন) আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্ড়িপূর্ণ ও অর্থবহ করার জন্য আন্ড়রিক হই এবং স্ব স্ব অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা একটি সুষ্ঠ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, আমাদের এই পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থী ও সমর্থক, গণমাধ্যম, সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দ এবং ভোটাররা যদি আসন্ন এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্ড়িপূর্ণ করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবে অবশ্যই সফলতা আসবে। এমনি একটি সফল নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের আজকের এই আয়োজন। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমরা সক্ষম হবো।

তথ্যসূত্রঃ বিশে- ষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd)। তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্ড়রিত তূলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুনঃ www.votebd.org